ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে চিরতা

চিরতা গুরুত্বপূর্ণ ভেষজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। রোগ নিরাময়ে চিরতার সমস্ত গাছই ব্যবহার করা হয়। তবে এর শিকড় সবচেয়ে বেশি কার্যকর। চিরতা চর্ম রোগ ও জ্বর সারাতে এক ওস্তাদ গাছ। এছাড়াও হেপাটাইটিস, ডায়াবেটিস, ম্যালেরিয়া জ্বর, অ্যাজমা প্রভৃতি কঠিন অসুখের চিকিৎসাতেও চিরতা ব্যবহার করা হয়।

নিচে চিরতার উল্লেখযোগ্য কিছু ভেষজ গুণ ও ব্যবহার সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো-

অ্যালার্জি সারায়
যাদের এলার্জি হয়ে শরীর চুলকায়, চুলকানোর জায়গাটা ফুলে লাল হয়ে যায়, ত্বক থাকা থাকা হয়ে ওঠে। তারা চিরতার শরণাপন্ন হয়ে ভালো থাকতে পারেন। অ্যালার্জি সারাতে চিরতার তিতা রস সাহায্য করতে পারে। আগের দিন রাতে শুকনো চিরতা ৪-৫ গ্রাম পরিমাণ এক গ্লাস (২৫০ মিলিলিটার) গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন ওটা ছেঁকে দিনের মধ্যে ২-৩ বারে খেতে হবে। সেই সাথে খাবারের দিকেও নজর দিতে হবে। যেসব খাবার খেলে অ্যালার্জি হয় সেসব খাবার খাওয়া যাবে না। বিশেষ করে পুঁইশাক, বেগুন, চিংড়ি মাছ, ইলিশ মাছ, হাঁসের ডিম ইত্যাদি খাওয়া উচিত হবে না।

প্রবল হাঁপানির উপশম হয়
একজিমার সাথে যাদের হাঁপানি আছে অথবা অর্শের রক্ত পড়াব বন্ধ হওয়ায় হাঁপানি বেড়ে গেছে, অল্প ঠাণ্ডা লাগলে বা ঋতু পরিবর্তনের সময় সর্দি-কাশি হয়ে হাঁপানির টানটা বেড়ে গেছে তারা আধা গ্রাম চিরতার গুঁড়ো ৩ ঘণ্টা অন্তর মধুসহ চেটে খাবেন। এতে ২-৩ দিনের মধ্যে প্রবল হাঁপানি কমে যাবে।

কৃমি সারায়
কৃমি হলে পেটের উপরের অংশটা মোচড়ায়, ব্যথা করে। পেটে কৃমি হলে আধা গ্রাম চিরতার গুঁড়ো সকালে মধুসহ বা চিনি মিশিয়ে চেটে খাবেন। এরপর পানি খেতে পারেন। এতে কৃমির উপদ্রব চলে যাবে।

চুলকানি সারায়
গায়ে চুলকানি হলে ২০ গ্রাম চিরতাতে অল্প পানি ছিটিয়ে বেঁটে বা ছেঁচে নিতে হবে। তারপর তা লোহার কড়াই বা তাওয়াতে ১০০ গ্রাম সরষের তেল দিয়ে জ্বাল দিয়ে হবে। সরষের তেল গরম হয়ে ফেনামুক্ত হলে

তাতে চিরতা ছাড়তে হবে। ভালো করে ভাজা হলে নামিয়ে ছাঁকতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে চিরতা যেন পুড়ে না যায়। এই তেল চুলকানোর জায়গায় ঘষে অল্প অল্প করে মালিশ করলে দ্রুত চুলকানি সেরে যাবে।

চুল ওঠা বন্ধ করে
কোনো কারণ দেখা যাচ্ছে না, অথচ রোজ মাথা থেকে প্রচুর চুল উঠছে। চুল উঠতে উঠতে ঘন কেশ পাতলা হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে আগের দিন রাতে এক কাপ গরম পানিতে ৫ গ্রাম চিরতা ভিজিয়ে রেখে পরদিন সেই পানি ছেঁকে তা দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেললে চুল ওঠা কমবে। একদিন পর পর একদিন এভাবে চিরতার পানি দিয়ে মাথা ধুতে হবে। ৩-৪ বার এভাবে ধুতে পারলে চুল ওঠা অনেক কমে যাবে।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে
চিরতা নিয়মিতভাবে খেলে রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে বা কমে। চিরতা দেহে অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করে। এক্ষেত্রে আগের দিন রাতে শুকনো চিরতা ৪-৫ গ্রাম পরিমাণ এক গ্লাস (২৫০ মিলিলিটার) গরম পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরদিন ওটা ছেঁকে সকালে খালি পেটে খেতে হবে।

রক্তশূণ্যতা কমায়
চিরতা দেহে রক্তকোষ গঠন করে। তাই চিরতা সেবনে রক্তশূন্যতা কমে যায়। এমনকি ঋতুস্রাব বা মাসিকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হলে তাও কমাতে পারে। কোথাও কেটে গেলে সে কাটা স্থানে চিরতার রস লাগিয়ে দিলে দ্রুত রক্ত পড়া বন্ধ হয়। অভ্যন্তরীন রক্তক্ষরণ, নাক দিয়ে রক্তপড়া এসবও চিরতা বন্ধ করতে পারে।

হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়
চিরতার মধ্যে শক্তিশালী এন্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে যা বার্ধক্যকে বিলম্বিত করে দিতে পারে। এমনকি নিয়মিত চিরতা সেবনে ক্যানসার ও হৃদরোগে স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে যায়।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করে এলাচ

সুস্বাদু খাবার তৈরিতে এলাচ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মশলা। রান্নার পাশাপাশি পানের স্বাদ বৃদ্ধিতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এলাচ। এলাচের রয়েছে নানা ভেষজও গুণ যা শরীরে নানা সমস্যা দূর করে থাকে। এলাচের স্বাস্থ্যগুণ;

হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে
২ বা ৩টি এলাচ, ১টি ছোট আদার টুকরো, ২-৩ টি লং এবং কয়েকটি ধনিয়া একসাথে গুঁড়ো করে নিন। এটি গরম পানিতে মিশিয়ে পান করুন। এটি হজমশক্তি বৃদ্ধি করে গ্যাস, বমি বমি ভাব দূর করে থাকে।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে
খাবার খাওয়ার পর এক টুকরো এলাচ কিছুক্ষণ চিবিয়ে নিন। অথবা এলাচ চা পান করুন প্রতি দিন সকালে। এটি আপনার পাচনতন্ত্র শক্তিশালী করে তোলে। এর অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল উপাদান মুখের দুর্গন্ধ দূর করে থাকে।
হেচঁকি দূর করতে
আপনি যদি ঘন ঘন হেঁচকি সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে এলাচি খাওয়া শুরু করুন। এটি আপনার পেশি রিল্যাক্স করে হেঁচকি দূর করে থাকে।

ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া দূর
এলাচি একটি ভেষজ উপাদান। এটি শরীরে অভ্যন্তরীণ ফাঙ্গাস, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া দূর করে শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

ক্তস্বল্পতা দূর করতে
এক বা দুই চিমটি এলাচ গুঁড়ো এবং হলুদ গুঁড়ো এক গ্লাস গরম দুধের সাথে মিশিয়ে নিন। এরসাথে অল্প পরিমাণে চিনি মিশিয়ে নিতে পারেন। প্রতি রাতে এটি পান করুন। এটি রক্তস্বল্পতা দূর করে দুর্বলতা দূর করে থাকে। এলাচে রিবোফ্লাবিন, ভিটামিন সি, নিয়াচিন আয়রন, কপার রক্ত স্বল্পতা দূর করতে সাহায্য করে।

অ্যাসিডিটি দূর করতে
সমপরিমাণে এলাচ গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, মৌরি একটি প্যানে ভেঁজে গুঁড়ো করে নিন। এক কাপ গরম পানিতে আধা চা চামচ এই গুঁড়ো মিশিয়ে নিন এবং পান করুন। এটি অ্যাসিডিটি, পেটের গ্যাস এবং পেট ফাঁপা রোধ করে থাকে। বাচ্চাদের গ্যাসের সমস্যা দূর করে থাকে এই পানীয়।

সাংবাদিক মাহাবুব চান্দু করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুর প্রতিদিন এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক,ইত্তেফাকের জেলা প্রতিনিধি ও মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দু করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার বিকালে তিনি সিভিল সার্জন অফিস থেকে জানার পর বিষয়টি মেহেরপুর প্রতিদিনকে নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, কয়েকদিন ধরে পরিবারের সকল সদস্য জ্বরে ভুগছিলেন। সে কারণে গতকাল সোমবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পরিবারের সকলে নমুনা দিয়েছিলেন।

সাংবাদিক মাহবুব চান্দু করোনা প্রাদুর্ভাবের পর থেকে তাঁর ফেসবুক প্রোফাইলে প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে করোনা তথ্য আপডেট দিয়েছেন।

তবে এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তিনি সুস্থ আছেন। তেমন কোন শারীরিক সমস্যা নেই বলে জানিয়েছেন।

পরিবাররের সদস্য মাহবুব চান্দু দ্রুত আরোগ্য লাভ করে কর্মস্থলে ফিরবেন এ কামনায় সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেনে মেহেরপুর প্রতিদিন এর প্রকাশক, সম্পাদকসহ সহকর্মীরা। ।

মেহেরপুরে নতুন ৬ জন করোনা আক্রান্ত, মোট ৬২৪

মেহেরপুর নতুন করে আরও ৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদর উপজেলার ২জন, ১ জন গাংনী উপজেলার এবং ৩ জন মুজিবনগর উপজেলার বাসিন্দা।

সোমবার সন্ধ্যায় সিভিল সার্জন কার্যালয় সূত্র জানায়, গত ২৪ ঘন্টায় ২২ জনের নমুনা পরীক্ষায় রিপোর্টের মধ্যে নেগেটিভ আসে ১৬ জনের। আর পজেটিভ আসে ৬ জনের। তিনি আরো জানান, এ পর্যন্ত জেলা থেকে সর্বমোট নমুনা পাঠানো হয়েছে ৪২৮০টি, ফলাফল এসেছে ৪১৯৮টি, সর্বমোট পজিটিভ ৬২৪ জন, মৃত্যু ১৬, ট্রান্সফার্ড ৪৯ জন। বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ২৪ জন । এদের মধ্যে সদেও ৯জন, মুজিবনগরে ১০ জন এবং গাংনীতে ৫ জন।

ভিন্ন সূূত্রে পাওয়া আক্রান্তরা হলেন- গাংনীর ভাটপাড়ার নাজিফা (০৫), মুজিবনগর উপজেলার,, জমির উদ্দীন (৫০), সাইফুল ইসলাম (৫৪), মিন্টু মিয়া (৩৮), সদর উপজেলার নুরজাহান হক (৫৫), সাহেবপুরের আবু তাহের (৬০)। এদের মধ্যে আবু তাহের রবিবার মৃত্যুবরণ করেছেন।

মেহেরপুরে করোনায় আরো এক জনের মৃত্যু, মোট মৃত্যু ১৬

মেহেরপুরে আবু তাহের নামের আরো একজন করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। এনিয়ে মেহেরপুর জেলায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুও সংখ্যা দাড়িয়েছে ১৬ তে।
সোমবার সন্ধ্যায় মেহেরপুরের সিভিল সার্জন আবু তাহেরের মৃত্যুও বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গত রবিবার তিনি করোনা সন্দেহে নমুনা পরীক্ষা করার পর মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হন। এর কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সোমবার সন্ধ্যায় তার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে।
মৃত আবু তাহের মেহেরপুর সদর উপজেলার সাহেবপুর গ্রামের বাসিন্দা।

গাংনীতে ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিকের হাতে হাসপাতালের চিকিৎসক লাঞ্চিত

দায়িত্ব পালন করা অবস্থায় মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের উপ-সহকারি কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার এস এম তানভির আহমেদকে লাঞ্চিত করেছেন এইচ এম ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক দেলোয়ার হোসেন মিঠু।

আজ সোমবার দুপুরে গাংনী উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত দেলোয়ার হোসেন মিঠু গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। অভিযোগ রয়েছে মিঠুর মালিকানাধীন এইচ এম ডায়াগনষ্টিক সেন্টারটির কোন সরকারি অনুমোদন নেই।

এঘটনার পর ওই চিকিৎসক উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগের একটি কপি মেহেরপুর প্রতিদিন কার্যালয়ে এসে পৌছেছে। ঘটনার পর থেকে অতিরিক্ত পুলিশ হাসপাতালে মোতায়েন ছিল।

লিখিত অভিযোগ থেকে জানা গেছে, উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার এস এম তানভীর আহমেদ হাসপাতালে বহি:বিভাগের ১০৯ নং রুমে রোগীর সেবা প্রদান করছিলেন। সেবা প্রদান কালীন সময়ে এইচ এম ভায়াগনস্টিক সেন্টারের দেলোয়ার হোসেন মিঠুসহ তার ৫ থেকে ৬ জন দালাল বাহিনি নিয়ে অনুমতি বিহীন জোর করে রুমে প্রবেশ করেন। কোন কারণ ছাড়াই অনেক রোগীর সামনে সরকারী কাগজ ছিড়ে ফেলে অপমান, অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও শারিরীকভাবে লাঞ্চিত করেন। পেও বের হয়ে আসার সময় খুন, গুম করার হুমকি দেন। এবং মোবাইল ফোন দিয়ে ভডিও ও ছবি তুলে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক ও কিছু মিডিয়াতে অপপ্রচার করেন। অভিযোগে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, এইচ এম ডায়াগনষ্টিক সেন্টার অনিবন্ধিত। ওই প্রতিষ্ঠানটির কিছু সংখ্যক দালাল হাসপাতালের জরুরী বিভাগ সহ বিভিন্ন বিভাগে প্রায় প্রতিদিনই সেবা প্রদানে বিঘ্ন ঘটায় যা গত কয়েক মাসের হাসপাতাল সিসি ফুটেজ ক্যামেরায় সংগৃহিত রয়েছে।

তবে অভিযুক্ত দেলোয়ার হোসেন মিঠু বলেন, ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের মালিক হিসেবে নয় হাসপাতালে গিয়েছিলাম নাগরিক হিসেবে। একজন

ভিক্ষুককে চিকিৎসক তানভির অনেকগুলো টেস্ট দিয়েছেন তার প্রতিবাদ করেছি।

এ ব্যাপারে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রিয়াজুল আলম জানান, এ সংক্রান্ত একটি অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশকে জানালে হাসপাতালে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। হাসপাতাল ক্যাম্পাসে বহিরাগতরা এ ধরণের আচরণ করতে পারেন না। আগামিকাল এ বিষয়ে তদন্ত কমিটি করা হবে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আরো পড়ুন:
গাংনীতে প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

কৃত্রিম সংকট তৈরি করে সাতদিনেই ৪ গুণ দাম বৃদ্ধি

ঝিনাইদহে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

সারাদেশের ন্যায় ঝিনাইদহেও শুরু হয়েছে ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন। পক্ষকাল ব্যাপী চলমান এ ক্যাম্পেইন রোববার সকালে শহরের পুরাতন হাসপাতাল চত্বরে শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন জেলা প্রশাসক সরোজ কুমার নাথ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা: সেলিনা বেগম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বদরুদ্দোজা শুভ, সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: সাজ্জাত হাসান সহ অন্যান্যরা। এ ক্যাম্পেইন চলবে আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জানায়, এ বছর জেলার ৬টি উপজেলায় মোট ১ হাজার ৮’শ ৮৫ টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৬ থেকে ১১ মাস বয়সী ২৫ হাজার ৬’শ ৪৬ শিশুকে নীল রংয়ের এবং ১২ মাস হতে ৫৯ মাস বয়সী শিশুকে লাল রংয়ের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

করোনাভাইরাসে দেশে আরও ৩৩ প্রাণহানি

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৩৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে ১ হাজার ৩৯৬ জন।

শুক্রবার বিকালে সংবাদমাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে দেশে করোনাভাইরাস পরিস্থিতির এই সবশেষ তথ্য জানানো হয়।

সেখানে বলা হয়, সকাল ৮টা পর্যন্ত শনাক্ত ১ হাজার ৩৯৬ জনকে নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৩ লাখ ৬৬ হাজার ৩৮৩ জন হল।

আর গত এক দিনে মারা যাওয়া ৩৩ জনকে নিয়ে দেশে করোনাভাইরাসে মোট মৃতের সংখ্যা ৫ হাজার ৩০৫ জনে দাঁড়াল।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের হিসাবে, গত এক দিনে বাসা ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ১ হাজার ৫৪৯ জন রোগী সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এ নিয়ে সুস্থ রোগীর মোট সংখ্যা বেড়ে ২ লাখ ৭৮ হাজার ৬২৭ জন হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদফতর জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ১০৯টি ল্যাবে ১১ হাজার ১৭৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পরীক্ষা হয়েছে ১৯ লাখ ৭০ হাজার ২৫১টি নমুনা।

২৪ ঘণ্টায় নমুনা পরীক্ষার বিবেচনায় শনাক্তের হার ১২ দশমিক ৪৯ শতাংশ, এ পর্যন্ত মোট শনাক্তের হার ১৮ দশমিক ৬০ শতাংশ। শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৭৬ দশমিক ০৫ শতাংশ এবং মৃত্যুর হার ১ দশমিক ৪৫ শতাংশ।

গত বছরের ডিসেম্বরে চীন থেকে উৎপত্তি হওয়া প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস বাংলাদেশসহ বিশ্বের ২১৩টি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে।

গত ১১ মার্চ করোনাভাইরাস সংকটকে মহামারী ঘোষণা করে বিশ্ব

স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)।

বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় বিশ্বে শনাক্তের দিক থেকে পঞ্চদশ স্থানে আছে বাংলাদেশ, আর মৃতের সংখ্যায় রয়েছে ২৯তম অবস্থানে।

ট্রাম্প-মেলানিয়ার করোনা: কী হবে নির্বাচনী বিতর্কের?

কোভিড-১৯ কে শুরু থেকে গুরুত্ব না দেয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। বৈশ্বিক এই মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে তার সঙ্গী হয়েছেন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পও।
ট্রাম্প এমন সময় করোনায় আক্রান্ত হলেন যখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাত্র এক মাস বাকি। ৩ নভেম্বর অনুষ্ঠেয় দেশটির গুরুত্বপূর্ণ এই নির্বাচনের আগে রিপাবলিকান প্রার্থী ট্রাম্পের বহু কাজ এখনও বাকি। বেশ কয়েকটি প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট রয়েছে তার সামনে। কয়েকটি নির্বাচনী র্যা লিরও শিডিউল দেয়া।

ট্রাম্প-মেলানিয়া কোয়ারেন্টিনে চলে যাওয়ায় এগুলো নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিল। শুধু তাই নয় নির্বাচনে ট্রাম্পের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনকারী হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টা হোপ হিকসও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন।

বিবিসির প্রতিবেদন বলছে, ট্রাম্প কোয়ারেন্টিনে চলে যাওয়ায় আগামী ১৫ অক্টোবর ফ্লোরিডার মিয়ামিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে দ্বিতীয় টেলিভিশন বিতর্কের কী হবে তা এখনো নিশ্চিত নয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আছে মাত্র এক মাস। ভোট সামনে রেখে গত কয়েক সপ্তাহে নিয়মিতভাবে দেশের বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী সফরে যাচ্ছিলেন ট্রাম্প।

জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেই তিনি হাজারো মানুষের ভিড়ের মধ্যে রিপাবলিকান পার্টির বিভিন্ন নির্বাচনী সমাবেশে যোগ দিচ্ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার যেভাবে এই মহামারী সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছে, তা নিয়ে শুরু থেকেই সমালোচনায় বিদ্ধ হতে হয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে। আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা- দুদিক দিয়েই বিশ্বে এখন সবার উপরে যুক্তরাষ্ট্র।

সেখানে এ পর্যন্ত ৭২ লাখের বেশি মানুষের কোভিড-১৯ ধরা পড়েছে। দুই লাখের বেশি মানুষের প্রাণ গেছে।

ট্রাম্প কোয়ারেন্টিনে চলে যাওয়ায় ৩ নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন সামনে রেখে মার্কিন প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট বা প্রার্থীদের মধ্যকার বিতর্ক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ল। এমনকি চূড়ান্ত সময়ে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারও বাধাগ্রস্ত হলো। কতদিন আইসোলেশনে থাকবেন সে বিষয়ে কিছু জানাননি ট্রাম্প। তিনি গত কয়েক দিন ধরে নিয়মিতই করোনা পরীক্ষা করাচ্ছিলেন। কিন্তু কোনো রিপোর্টেও তার করোনা ধরা পড়েনি। শেষ পরীক্ষায় তার করোনা ধরা পড়ল।

জানা গেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারে তাকে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করছিলেন উপদেষ্টা হিকস। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি স্থানে ভ্রমণ করেছেন। এমনকি মঙ্গলবার ক্লিভল্যান্ডে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের প্রথম বিতর্কেও তিনি ট্রাম্পের সঙ্গী হয়েছিলেন।

বুধবার হেলিকপ্টার মেরিন ওয়ানে চড়তেও ট্রাম্পের সঙ্গী ছিলেন ৩১ বছর বয়সী হিকস। এদিন মিনোসোটায় নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেন ট্রাম্প। সেখানে একই বিমানে করে যান ট্রাম্প ও তার উপদেষ্টা হিকস, কুশনার, ড্যান স্ক্যাভিনো ও নিকোলাস লুনা। তাদের কেউ-ই মাস্ক পরা ছিলেন না।

এ বিষয়ে ট্রাম্প ফক্স নিউজকে বলেন, হিকসের করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছে, আমি এই মাত্র শুনলাম। সে নিঃসন্দেহে একজন পরিশ্রমী। সে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই কাজ করত। বহু মাস্ক সে পরেছে। তবু তার করোনা ধরা পড়েছে। এর পরই আমি করোনা টেস্ট করাই। এখন রিপোর্টের অপেক্ষায় আছি। আমরা একসঙ্গে বহু সময় কাটিয়েছি। ফার্স্ট লেডিও পরীক্ষা করিয়েছেন।

হিকসের প্রশংসা করে ট্রাম্প বলেন, সে নি:সন্দেহে অসাধারণ।

ট্রাম্পের সমর্থকরা মনে করছেন হিকসের থেকেই সংক্রমিত হয়েছেন ট্রাম্প। কারণ ট্রাম্পের নির্বাচনী র্যা লিগুলোতে মূল দায়িত্ব পালন করেছেন ৩১ বছর বয়সী এই নারী। তিনি ট্রাম্পের সমর্থকদের সঙ্গে মিশেছেন।

এ বিষয়ে ট্রাম্প ফক্স নিউজকে বলেন, সে উষ্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সে সব কিছু ভালোভাবেই সামলেছে। সমর্থক-আইনশৃঙ্খলা বাহিনী যারাই র্যা লির সময় কাছাকাছি ঘেঁষার চেষ্টা করেছে, সবাইকে সে সামলেছে। সে কাউকে দূরে ঠেলে দেয়নি।

ট্রাম্প মেলানিয়া ও হিকস করোনায় ধরাশায়ী হওয়ায় ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচার নিয়েই এখন বড় ধরণের অনিশ্চয়তা দেখা দিল। সূত্র- যুগান্তর

রঙ, অ্যারারুট ও বাসিপঁচা পাউরুটি দিয়ে আইসক্রিম তৈরীঃ একজনের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিম্নমানের উপাদান ব্যবহার করে আইসক্রিম তৈরির অপরাধে ইমন নামে একজনকে এক মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। একইসাথে কারখানা সীলগালা করা হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কুমারখালী উপজেলায় প্রাণ আইসক্রিম কারখানায় এ অভিযান চালানো হয়।

দন্ডপ্রাপ্ত ইমন উপজেলার সদকী খয়েরচারা এলাকার মোঃ জাহাঙ্গীর আলমের ছেলে।

অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) মুহায়মিনুল আল জিহান।

5 Attachments